যে আছো অন্তরে

BANGLADARSHAN.COM

দেবদাস আচার্য

জীবনসঙ্গী

ঘুম থেকে ওঠার সময়
আমি দুটো কবিতার পংক্তি হারিয়ে ফেললাম
বাজারে যেতে যেতে আরো একটা
স্নান করার সময় বাথরুমে
একটা পংক্তিকে স্নানের জলের সঙ্গে
গড়িয়ে যেতে দেখলাম
চা খেতে খেতে বুঝলাম
কানের পাশ দিয়ে একটা পংক্তি ছুটে পালালো
আমি যখন বৌ'র সঙ্গে হেঁসেলের অভাবের কথা বলছি, তখন
আমার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা পংক্তি
যখন বৌ ছ্যান-ছেনে গলায় হাঁক দিল—ভাত দেওয়া হয়েছে, ঠিক তখন
একটা কবিতার পংক্তি যেন প্রাণ ভয়ে কোথাও মুখ লুকালো,
কবিতার সঙ্গে সারাদিন আমার এরকম লুকোচুরি চলতেই থাকে
যখন জজ বাংলোর চত্বরে হাল্কা হিম কানামাছি খেলে
যখন রাস-পূর্ণিমার শীতল চাঁদ একটা পাতলা ওড়নায়
গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে আসে, যখন
হাল্কা বাতাসে পাতা ফিস-ফিস শব্দে গান শোনায়, তখন
মনে হয় একটা কবিতা লিখি
এবার একটা পংক্তি এলেও আসতে পারে এই ভরসায় বসে থাকি
রাত ঘন হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়
একটা যুৎসই শব্দও আমার কাছে ঘেঁষে না, ভাবি
সারাদিন এত হারালাম, অথচ
যখন চাইলাম তখন তার শরীরের গন্ধটুকুও পেলাম না।

হঠাৎ একটা পংক্তি এসে আমার কানে কানে ফিস ফিস করে বললো
তোমার সঙ্গে তো সারা জীবন এভাবেই জড়িয়ে আছি বন্ধু
সময় মতো দু'জনের অন্তরঙ্গ কথা হবে, একান্তে

BANGLADARSHAN.COM

সময় নেই

এত কাল
তোষণ করেছি শুধু অহংকার
জীবন বড়ই ছোটো
মেলে ধরাত-না-ধরতেই সাবধানী ঘণ্টা বেজে যায়
কত কথা বলার ছিল, আধ-বলা থেকে গেল
কত কাজ করার প্রস্তুতি নিয়ে করা হয়নি
কত মানুষকে কত প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা করিনি
স্নেহ-প্রীতির কাঙাল ছিলাম,
ক্ষমা কোরো, অভিমান ক্ষমা কোরো
সময় ফুরিয়ে আসছে, বুঝতে পারছি
আজ মাথা নত করে দাঁড়াবার সময় এসেছে।

আশ্চর্য এই
এখনো যে হাল ছাড়তে ইচ্ছে হয় না
মনে হয়
সময়কে একটু থমকে দিয়ে
পিছনের দিকে দৌড়ে
আর একবার চেষ্টা করি
যদি কিছু থাকে সম্ভাবনা!

কেউ যেন বলছে না-না- না-না

BANGLADARSHAN.COM

পুষ্যি

ছোটো ছোটো ফড়িং-এর মতো উড়ে বেড়ানো অনুভূতি
হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে নামা পালকের মতো স্বপ্ন
এরাই আমার পুষ্যি ছিল
যেন বিড়াল-ছানা কুকুর-ছানা ছাগল-ছানা
পা-য়ে পা-য়ে ঘুরতো, শরীর চেটে দিত, বা
পায়রা টিয়া দোয়েল
উড়ে এসে কাঁধে বসত, মাথায় বসত
বেশ ভালোই ছিলাম এদের চঞ্চলতা নিয়ে
এদের সোহাগ নিয়ে, এদের অভিমান নিয়ে
আমার শরীর থেকে ওরা যখন ওদের আহার খুঁটে খেত
একটু স্বেদ একটু স্নায়ু-তন্তু একটু রিপু-বিকার একটু ইন্দ্রিয়-রস
সে কি আহ্লাদ তাদের,—রসনা তৃপ্তির আনন্দে
খুব ছোটো ছোটো শব্দের অর্থহীন ভাষা প্রকাশ করে আদর জানাত
মনে হত কেউ যেন উড়িয়ে দিচ্ছে আকাশে-বাতাসে
আমার শুভ কামনা আমার ধুলো হয়ে যাওয়া শরীর

BANGLADARSHAN.COM

ফলাফল

নুড়ি ও রত্নের মধ্যে আত্মধিক্কারময় বিভাজন
কে তোকে শিখালো, প্রিয়নাথ
শত চেষ্টাতেও কেন প্রশমিত হয়নি তোর
কাঙালের হাত।

সব পরিশ্রম শেষ যোগ ও বিয়োগে
একটা শূন্যই লাভ হল
সেই শূন্য তোর মধ্যে ডুবে
দীর্ঘ হাই তোলে, প্রিয়নাথ
কত লোভ যে ডাকে ছলে-বলে!

অপরিণামদর্শিতায় রত্নও যে নুড়ি হয়ে যায়, প্রিয়নাথ
কে তোকে বোঝাবে!
চিরকাল পথে নেমে ভুল পথে হারালি ঠিকানা!

BANGLADARSHAN.COM

শোনো প্রিয়নাথ, পরোয়া কোরো না
রত্ন ও ভস্মের সঙ্গে একাকারে ভেসে যায়।
তোমার ঐ ফাঁকা পানসিখানা!

দুরাশা

সামনে উড়ছে ফেস্টুন,
আর কটা দিন গেলেই প্রিয়নাথ উড়াবে বেলুন
ফাঁকা মাঠে
সুযোগের সৎ ব্যবহার হবে নিশ্চয়, এই ভরসায় তার
দিন কাটে!

বুঝে আছো একা প্রিয়নাথ
আঠা দিয়ে সাঁটা রোদে ফিঁকে হয়ে যাওয়া
পোস্টারখানি বুকে নিয়ে মজে আছ কতকাল, যেন
হাওয়ায় কাঁপতে থাকা আশা-নিরাশার ছেঁড়া পাল!

এ দুনিয়া ভরে গেছে ভুলের দূষণে, প্রিয়নাথ, ভেসে ওঠো
এরই মাঝে অক্সিজেন গিলে ফের ডুব দাও
অতলে অতলে, ধাক্কা খাও
সংসারের নানা কর্মফলে
এক মুঠো ব্যর্থ অক্ষর ফেলে যাও এ ভূতলে, অর্থহীন,
পদ-পিষ্ট হয় তারা, পদপিষ্ট হয় প্রতিদিন!

BANGLADARSHAN.COM

আহুতি

গোবরেও পদ্ম ফোটে কখনো কখনো, কে না জানে
সারা অঙ্গ ঢেকেছি গো-ময়ে ভুলে এই প্রবচনে
এ ভাবেই দিন যায়, দিন বয়ে যায় প্রিয়নাথ
কবে আর পার হব পিচ্ছিল বিভ্রমের রাত!

তোমাকেই চিহ্নিত করেছি, ভার বইবে, মরু উট
আমি আর পারছি না, তিনকাল গেছে, দেব কাকে
আমার খোলামকুচি জট-কূট বিশল্যকরণী
কাষায় পিশাচ-তন্ত্র হু-হুংকার—প্রিয় তোকে ছাড়া?

ফাটা পা-য়ের রক্তে ধুলো জমে গ্রাম-বাঙলার, আহা
এ জন্মও চোরা-গোপ্তা আহুতি দিলাম—ওঁ স্বাহা!

BANGLADARSHAN.COM

টান

ছুঁক-ছুঁক করে আমি এ-দুয়োর ও-দুয়োর ঘুরলাম বেশ কিছুকাল
হিসেব করিনি করা যায় না বলেই, তবু কিছু কিছু বুঝি
অপরাহ্নে যে হাটুরে বাড়ি ফেরে, তার
লাভ-লোকসানের চেয়ে বড় হয়ে ভেসে আসে ঘরের আহ্বান।

সুখ-দুঃখে দোল খাওয়া মুগ্ধ হৃদয় বড় তৃষ্ণার্ত ছিল,
কিছুই অর্জন নেই, সঞ্চয়ও নেই যা রেখে যেতে পারি
এসেছিলাম, চলে যাবো, সাবলীল, পাপ-পুণ্য দু-হাতে সরিয়ে
গায়ে ধুলো-বালি লাগল পৃথিবীর—সেও কিছু কম প্রাপ্তি নয়।

অধমের কাঁধে হাত রাখো প্রিয়নাথ, সাথে চলো,
বাড়ি যাবো, প্রিয়নাথ, কোন পথে বাড়ি যাবো বলো।

BANGLADARSHAN.COM

হতে পারত, হয়ত

কেউ যেন আমাকে গড়তে গড়তে
মাঝপথে ফেলে রেখে
উঠে চলে গেছে
ভুলে গেছে।

আধখানা আমাকে নিয়ে আমি
পথে হাঁটি, অর্ধেক পথ
আমার চারপাশে সর্বদা
আধখানা করে জুটে যায়, প্রিয়নাথ
আধখানা রুটি ঘর আধখানা প্রেম।

এই অনাসৃষ্টি কি আমি সারাজীবন বইতে পারব, প্রিয়নাথ?

আমার আধখানাকে আমি সান্ত্বনা দিই
খুব ধীরে তার কানে কানে বলি
দুঃখ পেয়ো না
কোনো খামখেয়ালীর হাতেই তো এই সম্ভাবনাময়
দু-য়ের এক অংশের হয়েছে রচনা!

BANGLADARSHAN.COM

পুণ্যফল

নিজের গভীরে যখন মনে মনে ডুবে যাই, তখন
গলে গলে প্রায় লুপ্ত হয়ে যাই, যেমন
জলের পাত্রে মিছরি-দানা।

অন্তরাত্মাও কিছু খুশি হয়, কারণ
তারও মিষ্টতা লাভ হয়
মানবিক চেতনা-প্রবাহ এরকমই, প্রিয়নাথ,
পারস্পরিক যেন
জল ও মিছরির সংবদ্ধ মিশ্রণ।

জীবনের কোষা থেকে এই শান্তিজল একটু তুলে
আত্মায় করি সিঞ্চন।

BANGLADARSHAN.COM

বিস্তার

ফুরাতে ফুরাতে একদিন
কণামাত্র হয়ে
বাতাসের মুখে মুখে ভেসে যাই, প্রিয়নাথ
এই সুখ ভোগ করি এই অবেলায়।

আর কোনো চিন্তা নেই, অবসাদ নেই
হারাবার ভয় নেই আর
এই তো প্রসার, প্রিয়নাথ
এই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে
মানুষের শিয়রে শিয়রে
পালক ছুঁয়ে ভেসে যাওয়া
এভাবেই মুক্তি পেয়ে খুশি হবে
আমার ভিতরে এতকাল গুপ্ত ছিল
যত উন্মুখ চাওয়া।

BANGLADARSHAN.COM

কাম-বীজ

ভিতরে একটু ঝাঁকি দেয় কখনো কখনো,
হাসি মুখে সামলে নিই
দেখতে দেখতে দিন চলে গেল
বলা হয়নি কিছু কিছু কথা, এখন
বলা না-বলার অর্থ একই, প্রিয়নাথ
মনে হয় আজ
তাছাড়াও মানুষের আছে শত কাজ।

টুকরো টুকরো মেঘ উড়ে যায় আয়েসে-আরামে
না ভঙ্গিতে তার ভাঙা-গড়া চলে
মনও কিছুটা উড়ো মেঘ
স্বেচ্ছাধীন মূর্তি গড়ে, ভেঙে দেয়।

BANGLADARSHAN.COM

যা বলিনি এতদিন তার
সামান্যই আছে স্মৃতিভার
ঐ ভাঙা-গড়া মেঘের মতন নিত্য ভেসে যায় প্রিয়নাথ
একান্ত আপন
একেই কি বলে মনসিজ?

মনে মনে ভাবি
ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাওয়া কিছু অন্তরের বীজ
অস্ফুট থাকে চিরকাল, থেকে যায়...

কূট

ভবিষ্যৎ পাতলা হয়ে আসছে ক্রমশ
তিনকাল গেছে, এককাল আছে
যা গেছে তার কথা ভাবতে খারাপ লাগে,
গতানুগতিক আত্মক্ষয়, প্রিয়নাথ, এ যেন
নিজের গণ্ডূষে নিজের বুকের বিষ উগলে পান করা,
যাকে তুমি বলো সর্বহারা, প্রিয়নাথ!

তিনকাল গেছে এভাবেই
হাওয়া মৃদু হেসে বলে
বিষামৃতে জড়ানো সংসারে
কাটো ডুব সাঁতার আর বাকি কটা দিন
এভাবেই শোধ হবে
জীবনের ঋণ!

BANGLADARSHAN.COM

বকের সারি উড়ে যাওয়ার আগে
আকাশে দু-একটি তারা ফুটিয়ে দিয়ে যায়
অন্তরে তার ঝলক লাগে
কেঁপে ওঠে ভিতরের আলো-অন্ধকার
মনে হয় এতদিন পর
কোনো ওঝা যেন আমায়
ফুঁ-দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে স-সাগরা ভূমির উপর!

জট

কোনো কোনো ঝর্ণা নদীতে হয়েছে নিবেদিত
কোনো কোনো ঝর্ণা শুধুই ঝর্ণা
পাথরের খাঁজে খাঁজে নাচতে নাচতে
হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে,
প্রিয়নাথ দেখেছো কি তাকে?

চারিদিকে সবই আছে
কিছু কিছু পরিষ্কার বোঝা যায়
কিছু অনুভব করে বুঝতে হয়
মনে হয় না থাকলেও আছে
এই আকর্ষণে গেছি বার বার রহস্যের কাছে।

নিজের ভিতরে তাকালেও
একই রকম দেখি
কিছু পরিষ্কার, কিছু ধোঁয়াটে কুটিল
ছেঁড়া-ছেঁড়া স্বপ্নের নুটি
এই খেলা খেলতে খেলতে এতদূর এসে
নিজের ভিতরে দেখি নিজের ভ্রূকুটি!

BANGLADARSHAN.COM

বয়স

অন্তঃক্ষরণের মোমে কণামাত্র শিখা জ্বালিয়েছি
বহু ছলে-বলে লোক-চক্ষুর আড়ালে
সে শিখাও কু-বাতাসে কাঁপে, প্রিয়নাথ
চোখ তুলে চেয়ে দেখ পথ, আজ পথের বাঁক নিয়েছে নতুন কোনো বাঁক
এ সংসার ঘোর সুপ্তির মধ্যে আছে, থাক, এই ফাঁকে
পথ খুঁজতে চলো যাই প্রতিটি পথের বাঁকে বাঁকে।

ক্ষীন আলোয় যতদূর যাওয়া যায় চলো, প্রিয়নাথ
অবদমনের ভাষায় যত খুশি স্বীকারোক্তি বলো
সময় ও সুযোগ জেনো বারবার আসে নাকো ফিরে
এই ফাঁকে দু-একটি অবরুদ্ধ পাখি দাও ছেড়ে বুক চিরে, প্রিয়নাথ
ওরা থাক এ বিশ্বে, ওরা
তোমার গোপন গান বাতাসে ভাসাক।

BANGLADARSHAN.COM

আর দেরী নয়, প্রিয়নাথ, হাঁটো, পা যেন না থামে
যেতে যেতে বাঁকা পথে একদিন চিহ্নহীন হয়ে যাবে
আমাদের পূর্ব পরিচয়—সন্ন্যাসে, প্রণামে।

অকথিত

এরকম কথিত আছে যে, অদ্যাবধি
পৃথিবীতে সুন্দরী জন্মেছেন মাত্র চারজন
নেফারতিতি হেলেন ক্লিওপেট্রা আর মমতাজ
এই তথ্যে সত্য আছে, এ সত্যের অধিক খুঁজি আমি, প্রিয়নাথ
কে ফোটাল ভাস্কর্যের মুখে ঐ অসংখ্য স্বপ্নের কারুকাজ?

কিন্তু হঠাৎ কেন এ প্রসঙ্গ মনে এল!
এত খুঁত-খুঁতে মন যে
নেই নেই করতে করতে আজ প্রায় সবই হারিয়ে বসেছি, প্রিয়নাথ!

আসাননগরের লালন মেলায় গিয়ে ঘোর লাগে
কে গাইছে গান? সাধিকার প্রাণ
পদ্মের মতো ফুটে ওঠে সুরের আলোয়!
বেশিক্ষণ সইতে পারি না, মনে হয়
হাড়ে-মজ্জায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছি আমি, প্রিয়নাথ
তার ভাবে, অনুরাগে।

সবই সুন্দর হয়ে ওঠে অনুরাগে, প্রিয়নাথ

BANGLADARSHAN.COM

মর্ষকাম

হীনম্মন্যতাই হোক বা অহং, প্রিয়নাথ, যাই বলো
আমি কোনো পার্থিব রমণীর কাছে
প্রণয় কামনা করিনি একবারও।

পরমায়ু ফুরিয়ে আসছে
বিয়োগান্তক নাটকের শেষে
পরাভূত নায়কের মুখে তীব্র স্পট্-লাইট পড়ে,
হাহাকারটুকু সেও চাইছে লুকাতে!

আমি মর্ষকামী
বুক থেকে এক মুঠো লোম-রক্ত উপড়ে নিয়ে
এক ঈশ্বরী নির্মাণ করি, তাকে
নিবেদন করি ভালোবাসা—গন্ধ-পুষ্পময় নিজস্ব মুদ্রায়।

BANGLADARSHAN.COM

মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরি উৎসবে উৎসবে
বড় তৃপ্তি পাই, দেখি মহা সমারোহে
আমার প্রেমই যেন পূজিতা হচ্ছেন
ভক্তিতে, শ্রদ্ধায়...

বাঁধন

আহারে হৃদয় আর কত
তোর সাথে বিনোদন রত
এ পোড়া মুখের ভাষা নিয়ে

যেন হেমন্তের জলপিপি
ঢেউহীন বুকে স্বরলিপি
লিখে যাস পালক খসিয়ে।

দিকে দিকে কত আছে ঠাঁই
রোদ-বৃষ্টি ডাকে আয় আয়
কেউ কি সে ভালোবাসা ভোলে?

পদে পদে এ কী চোরাটান
সজ্ঞানে হয়েছি খান খান
মজে আছি প্রিয় ভূমিতলে।

BANGLADARSHAN.COM

যাবার আগে

এতদিনেও তৃষ্ণা মেটেনি প্রিয়নাথ
হাহাকার ষড়রিপু শুষে নিল তোর যত অশ্রুর প্রপাত
ফুটো কলসি হাতে নিয়ে বুঝলি ঘটে গেছে অধঃপাত!

নির্বিবাদে এতকাল হেঁটে এসে আজ কেন চমকে উঠলি, ওরে
ধুলো-ঘূর্ণি ওড়ে তোর পথে-প্রান্তরে!

কেটেছে সুখের সেই ছোটো ছোটো স্বপ্নে জড়ানো দিনগুলি
পোষা কাকাতুয়া তার মুখে কত শুভাশুভ কামনার বুলি
কে তোকে বলেছে আজ ঐ উচাটন ধুলো-ঘূর্ণির অঙ্গুলি
গূঢ় কোনো অব্যক্ত ইশারা, অন্য কারো!

ধীরে, প্রিয়নাথ ধীরে, দু-কলি গাইবার আছে আরো।

BANGLADARSHAN.COM

মন, চলো

চৈত্র মাস শেষ, দিনাঙ্কের নতুন যাত্রা শুরু হবে
বিকেল পাঁচটার ম্রিয়মাণ রোদেও
এত রং, এত উজ্জ্বলতা!

শুকনো ডালে কি আর ফুল ফুটবে, প্রিয়নাথ,
রং দেখে মোহিত হয়ো না
ক্যালেণ্ডারের সঙ্গে জীবনকে জড়াতে নেই
জীবনের শুরু একবারই হয়, প্রিয়নাথ, একথা ভেবেই
পোষা মুনিয়াটাকে আকাশে উড়িয়ে দিয়েছি আমার গান শিখিয়ে।

শ্রাবণের রাত বা কার্তিকের সকাল
মাঘের দুপুর বা ফাল্গুনের সন্ধ্যার কথা
মনে পড়ে আজ, বড় খেলাচ্ছলে হাই তুলি, ভাবি

BANGLADARSHAN.COM

একটু একটু মেঘ জমছে আকাশে
সবাই চাইছে প্রাণ জুড়াতে কালবৈশাখী আসুক
সঙ্গে বর্ষণ

আমার মনও ভিজতে ভিজতে উড়ে যেতে চাইছে আজ
কোথাও, কোনো নিকেতনে, বিনা বাক্যব্যয়ে
শুকনো পাতারা যে ভাবে হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যায়...

বিলাসিতা

মানুষের ভ্রান্তির তো শেষ নেই, ভাই প্রিয়নাথ,
আমার মনে হয় আমার শরীর ঘিরে
কুয়াশার মতো একটা আবরণ জড়িয়ে যাচ্ছে, ধীরে,
যা প্রায় দুর্ভেদ্য ও অদৃশ্য বিলাসিতা দিয়ে তৈরী।

স্বপ্ন শেষ হলে বা
হঠাৎ স্বপ্ন ভেঙে গেলে
যে শূন্যতা জাগে
তার মধ্যেই একটা নতুন ঘুম এসে
ধীরে ধীরে সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে দেয়।

প্রতিটি ঘুম আমাকে আধখানা বা আবছা
স্বপ্নের ভিতর দিয়ে নিয়ে চলে
প্রতিটি জাগরণ একটা ঘুমের মতো
মিষ্টি সান্ত্বনা-মাখা হাত
নতুন স্বপ্নের ঢেউয়ের ওপর ভেসে থাকে।

BANGLADARSHAN.COM

এ সেই অনুভূতি মাখানো হাত, যা
ঘুম ও জাগরণের মধ্যে বয়ে চলা
যাবতীয় আবছা ও ছেঁড়া-ছেঁড়া স্বপ্ন থেকে সুতো সংগ্রহ করে
আমার জন্যে অনুভূতির এক চাদর তৈরী করে।

আমি সেই বিলাসিতার চাদর দিয়ে অন্তস্তল সাবধানে ঢেকে রাখি।

দোলা

জলে পা রেখে বসে আছি
স্রোত স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে
কারো মনের কথা শোনার জন্যে
দু-দণ্ড দাঁড়াবে না।

চারপাশের সব কিছুই
আমাকে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে
ফিরছে না
আমিও কি আমার মধ্যে
দ্বিতীয়বার ফিরতে পেরেছি?

চাঁদ কেমন প্রতিদিন একটু একটু করে বড় হয়
আবার একটু একটু করে ফুরিয়েও যায়
চাঁদের সারা জীবন তো আর পূর্ণিমা নয়
একসঙ্গে পূর্ণিমা দু-রাতও টেকে না।

BANGLADARSHAN.COM

টেকে না কিছুই সেই ভাবে
তবু কিছু কিছু টিকে যায় বলে মনে হয়
এই অনুসন্ধানে আজকাল নিভৃতেই সময় কাটাই।

একটা তারা দুটো তারা তিনটে তারা চারটে...
অফুরন্ত, মহাকাশ জুড়ে
কোনো কোনোটিকে আমার খুব চেনা মনে হয়,
মনে হয়, অনন্ত যাত্রার পথে প্রবাসে কোথাও দেখা হয়েছিল।

প্রিয়নাথ, আমার বয়স্য, বলে–হবে, হয়ত বা...

গরমিল

অসম্পূর্ণ স্বপ্নের মধ্যে ঘুম ভেঙে গেলে
মনটা খচ-খচ করে
তারপর কি কি হতে পারত
কোন পথে বাঁক নিত স্বপ্নটা
এসব সাত-পাঁচ ভেবে ভেবে
স্বপ্নটার একটা আস্ত চেহারার হদিশ করি
এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্য-প্রণালী
যেহেতু স্বপ্নে ঘটে না, তাই
স্বপ্নের সমাপ্তির অনুষঙ্গগুলি
কল্পনা দিয়ে জোড়া লাগাতে থাকি,
এই প্রক্রিয়ায় কাজ করার সময়
স্বপ্নের বিয়োগান্তক পরিণতির কথা
কিছুতেই ভাবতে চাই না, ফলে
সর্বদা স্বেচ্ছাচার ঘটে যায়
স্বপ্ন এবং কল্পনা পরস্পর কিছুতেই মিশ খায় না।

ভাবি, একটা অখণ্ড জীবনের অর্ধেকটাই তো
এই অসম্পূর্ণ স্বপ্ন, আর বাকি অর্ধেকটা
স্বেচ্ছাচার কল্পনা, যা নিজের অনুকূলে কিঞ্চিৎ কৃত্রিম করেছি।

এভাবেই জীবনকে নিজ দোষে বাঁকা করে ফেলি।

BANGLADARSHAN.COM

গ্রহাণু

অখণ্ড এক ঘুমের ভিতর দিয়ে
অনন্তকাল ধরে ভেসে যেতে যেতে
কিছুক্ষণের জন্যে একবার
তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে
পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছিলাম।

কিছুক্ষণের জন্যে মাত্র
তারপর আবার
সেই অনন্ত ঘুম
ঘুমের মধ্যে ভেসে ভেসে
কোথাও চলে যাওয়া।

খুবই তাৎক্ষণিক মুহূর্ত, তবু
ওটুকু রঙিন ঝলকের জন্যে
গভীরতম ভাবে
ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠল আমার
ঘুমন্ত প্রবাহ।

এরপর
এই ব্যঞ্জনটুকুই
পুচ্ছের গুঁড়ো গুঁড়ো আলোর মতো
বয়ে নিয়ে যেতে হবে হয়ত
বহু আলোক-বর্ষ দূরে কোথাও
কারো হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে।

BANGLADARSHAN.COM

আবিষ্কার

ডালপালা নাড়া-নাড়া ছাড়া-ছাড়া
পাতা-পত্রও জলুস হারিয়েছে
দু-চারটে ফল হয় কি না হয়
পাখিরাও তাকে ঘিরে কলরোল করে না তেমন
শিকড়ে জল ঢালা নিরর্থক
মানুষ তা বুঝে গেছে, প্রিয়নাথ।

সত্যিই কি সব শেষ?
কাকে তুমি বোঝাবে প্রিয়নাথ
অস্তিত্বের সব উপস্থিতিই তো
বহমান প্রাণের প্রপাত।

একদিন সূর্যাস্তের আলোয় মাখামাখি ঐ গাছের তলায়
একজন শিল্পী এল,
তার ছবি আঁকা হল গভীর শ্রদ্ধায়
যেন গাছ মেতে উঠল, নেচে উঠল
নিজের শরীর থেকে মুহুর্মুহু ছড়াতে লাগল
বহুমাত্রিক অন্তরের বিভা
কত গান কত হাসি এখনো যে অবশিষ্ট আছে তার।
গাছের শরীর থেকে ঝরে পড়তে লাগল
অমর্ত্য লাবণ্য এই মর-পৃথিবীর, মুছে সব অন্ধকার!

BANGLADARSHAN.COM

আকাশ-কুসুম

স্বপ্নের ভিতর ভাসতে ভাসতেই জীবন গেল
স্বপ্ন দেখার তো কোনো পাঠক্রম নেই, যে
নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি, প্রিয়নাথ।

এতদিন পর একটু একটু বুঝতে পারি
পরিমিতিবোধহীন মানুষের জন্যে
এ জগৎ সর্বদাই কৃপণ।

স্বপ্ন কতদূর গেলে তা আকাশ-কুসুম হয়
মনোবিজ্ঞানী সেটা স্থির করবেন,
আমি উড়তে চাই, প্রিয়নাথ,
আমার আকাশের কোনো পরিসীমা নেই।

BANGLADARSHAN.COM

যাওয়া না-যাওয়া

(অকাল প্রয়াতা জ্ঞাতি মৌসুমী-র কথা মনে রেখে)

ছবিটা আঁকতে আঁকতে উঠে চলে গেছে
আর ফেরেনি
ছবি অসম্পূর্ণ থাকে না
বাকি অংশটা আঁকছে আকাশ, প্রকৃতি
তাদের হাজার রং-এ।

গানটা গাইতে গাইতে উঠে চলে গেছে,
কোথায়, কেউ জানে না
সেই অসম্পূর্ণ গানই শেষ করার উৎসাহে
কোকিল ডাকছে, ঘুঘু সুর তুলছে, গাছের পাতাও মর্মরিত হচ্ছে
নদীটিও নিরবধি কুলু কুলু ধ্বনি তুলে সঙ্গত করছে।

BANGLADARSHAN.COM

নাচতে নাচতে থেমে গেছে হঠাৎই
তারপর আর তার দেখা মেলেনি
নাচও কখনো অর্ধসমাপ্ত থাকে না।
ঝর্ণা নাচতে নাচতে নামছে, ময়ূর পেখম তুলে নাচ দেখাচ্ছে, আর
ফড়িং প্রজাপতি এমনকি ছাগল-ছানাটিও এ নাচে অংশ নিয়েছে।

কবিতা লিখতে লিখতে শেষ না করেই একজন চলে গেছে,
যে যায় সে এমন ভাবেই শুরু করে দিয়ে যায়,
কোনো কিছুই পৃথিবীতে সম্পূর্ণ করে যাওয়া সম্ভব নয়,
পৃথিবীর সব কবিরা চিরকালই
সেই অসমাপ্ত কবিতাই লিখে চলেছেন।

যে যায় সে কোথাও যায় না, এভাবে সর্বত্র থেকে যায়।

মন কাঁদে রে

বয়স হয়েছে অনেক, গুরু
নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে কখনো কখনো
নিজের ভিতরে ঢুকে যেতে ইচ্ছে হয়, আবার
মন উচাটন হলে মাঝে মাঝে
বাইরে পালাতে ইচ্ছে করে
মনে হয় ভিতর দরজা বন্ধ ছিল এতদিন
এবার খোলা যাক
ভুবনজোড়া থৈ থৈ করছে জীবন
যাওয়ার আগে তার স্বাদও একটু চেখে দেখলে মন্দ হয় না,
এই ভিতর এই বাহির—মন আমার এদিক-ওদিক করে!

চেষ্টা করি গুরু মন্ত্র জপতে জপতে ভিতরে ঢুকে যাওয়ার জন্যে,
কিছুটা যাওয়ার পর তোমার মন্ত্র ভুলে যাই গুরু, দেখি
আমাকে কাছে পেয়ে তোমার মহামায়ার খেলা শুরু হয়ে গেছে।
কত যে অতৃপ্ত স্নায়ু জোঁকের মতো শুঁড় নাচিয়ে
জাপটে ধরতে আসে
ভিতর দরজা আর খোলা হয় না ভয়ে।

নিজেকে নিজের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে
এবার বাইরে পালানোর চেষ্টা করি
কিছুটা এলোমেলো ছুটে যাবার পর গন্তব্য স্থির করার কথা ভাবি,
আমার গন্তব্য কোথায়? মনে হয়
সব সময়ই পিছনে ধাওয়া করছে আমার কায়া
দৌড়াতে দৌড়াতে আমি হাঁপিয়ে পড়ি
কায়া আমার ছায়াকে জাপটে ধরে—আমি দূরে দাঁড়িয়ে দেখি।

কি যে দুর্দশা আমার, গুরু,
আমার ভিতর আর বাহির দুই সংসার
আমার ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে
চুলো-চুলি করছে।

গুরু, এভাবে আমার তিনকাল গেল, ভিতর বাহির চেনা হল না।

BANGLADARSHAN.COM

দো-টানায়

এতকাল ছিলাম ঘরে দুয়ার ধরে সংসারের
উড়ো হাওয়া ঢুকতে দিই নাই ভিতরে, গুরু
ভেবেছি ভাসছে সুখের বুদবুদ চারধারে, এখন
দেহ চলে গেছে ধীরে বায়ু-পিত্ত-কফের দ্বারে
ধরতে ধরতে চেতন-পক্ষী হাত ফসকে যায়
হাঁটু জলের চুনো-চিংড়ি ধরতে সন্ধে হয়, গুরু
দাঁড় করালে পথের তিন মাথায়।

অন্তরে যখন আলো-বাতাস বয়, গুরু
তখন মনের পালে বাতাস লাগলে একটু টের পাই
সংসারের বাইরেও তোমার
এক ঘোর সংসার আছে সুনিশ্চয়
সে সংসারের মালিক আমার জানেন পরিচয়।

BANGLADARSHAN.COM

টানে টানে বেরিয়ে পড়ি
এদিক ওদিক মাঝে মাঝে,
সংসারের বাইরে তোমার
যে মোহন রূপ প্রকাশে
ওড়ে আমার মনের পাখি তার সকাশে
খুঁজতে খুঁজতে বুঝতে পারি উড়ছি উড়ো হাওয়ায়, গুরু
দাঁড় করালে পথের তিন মাথায়।

সান্নিধ্য

গুরু তোমায় সর্বতত্ত্বসার আমি কোথায় খুঁজে পাই!
বেলা গেল হাজার রকম নষ্ট কথায়-কথায়,
তবু আমি না-ছোড়, আমার খোঁজার অন্ত নাই।

হাঁটতে হাঁটতে চলে যাই নৃসিংহদেব-তলায় এক জ্যৈষ্ঠের দুপুরে
জনশ্রুতি—দিঘি থেকে উঠে দেব স্বেচ্ছা-বন্দী হয়েছেন পল্লীর ঘরে
বাঁধানো চাতাল ঘেরা মন্দির, পাশে দিঘি, পাতিহাঁস চরে
রুক্ষ হাওয়ায় দুলে তমাল গাছের ছায়া নড়ে
রোদ ঠিকরে পড়ে ক্ষেতে, গোরুর উদাস হাম্বা স্বর
আপন স্বভাব নিয়ে গ্রামখানি শরীর মোচড়ায় ঐ দিঘির ওপর
সবুজ আলোর ঢেউ ঘিরে আছে ঈশ্বরীর আঁচলের মতো
সমস্ত উচ্ছ্বাস নিয়ে জনপদ ধর্মে-কর্মে রয়েছে প্রণতঃ
বিশ্রাম নিই, শুয়ে পড়ি ঐ মন্দির চাতালে, টের পাই
আমার পাশেই এসে শুয়েছেন স্বয়ং নৃসিংহদেব, এবং
কুকুর-বাছুর-কুঁকড়ো, ক্লান্ত ভিখিরি জগাই...

দেবতার সংসারে এর বেশি গূঢ়-তত্ত্ব নাই গুরু, গূঢ় তত্ত্ব নাই!

BANGLADARSHAN.COM

ভাব বিনিময়

গুরু আমার লোক-মান্য
ভক্ত-মাঝে ধন্য-ধন্য
এখন জুটেছি আমি তার অনন্য চেলা
জ্ঞানের কথা বলেন তিনি
পারের কড়ি ছড়ান ভক্ত চিনি, ভাসেন
দেশ-বিদেশের নানা ঘরানার তত্ত্ববোধিনী ভেলায়
আমি তাঁর একতরফা শ্রোতা, ভাব-ভক্তি নাই, একটু ভোঁতা
দুঃখ পেয়ে গুরু বলেন:

সঙ্গত ছাড়া সঙ্গীত জমে না
তুই কবিয়াল জাতে তাল-কানা
ভাবের জগৎ ঢাকা আঁধার ডানায়, ওরে
যেমন দুধে লুকানো ননীর দানা
জ্ঞানের ছাকনি দিয়ে তাকে
তুলতে হবে পাকে পাকে, ওরে
দেখবি তখন মন-রত্ন তোর কত চেনা।

BANGLADARSHAN.COM

সবিনয়ে বলি:

গুরু তত্ত্বের প্রাপ্তি নেই কপালে
ঠেকেছি এসে সায়ংকালে, কটা দিন
যাব ভালোবেসে চলে
সঞ্চয় আমার আকিঞ্চন
তা দিয়েই করি সিঞ্চন
শব্দ-ধ্বনি মূলে, ফোটাই
মনের আলো নোনা চোখের জলে
লাগলে সুখের হাওয়া মনের পালে
কাঁদি হৃদয় খুলে
গুরু, তুমি এমন কান্না কাঁদতে শিখলে না...

কাঁটা

তীর্থ ছেড়ে রওনা হওয়ার আগে গুরু বললেন:

মনকে খোঁচায় সব চে বেশি যা
তা কবুল করে যা, রে পরাণ, কবুল করে যা
নইলে তীর্থ-যাত্রার পুণ্যি হয় না।

কিবা কবুল করি আমি
মন খুঁড়ে খুঁজে মরি, আমার–
দিশা স্থির রয় না।

একচালা এক ঘরে, বসত
করি হৃদয়পুরে, আমার
বুকের কাঁটার সুখ হে, গুরু
দুঃখের অধিক সে, তবু সে
মনের কথা বাইরে কয় না, কারো
শাসন সয় না।

BANGLADARSHAN.COM

গুরু বললেন: এতকাল যে তীর্থ করলি
জীবনে তার কি ফলালি
সামনে রে তোর আঁধার গলি
চোখ খুললি না।

আমি যত অন্ধ গুরু! তুমি কিছু কম নও
সব বুঝেও তুমি গোঁসাই অবুঝ হয়ে রও
তোমার সুখও নেই দুঃখও নেই, ভাবের ঘরের অচল কড়ি
মানুষ হয়ে, জন্মেও বুকের
কাঁটার খোঁচার মর্ম বুঝলে না!

গুরুবিদ্যা

সারা জীবন ধরে গুরু মুঠোয় ধরছি সোনা
খুলে দেখছি ছাই, গুরু
আমার নষ্ট হল সব জপমালাই
গুরু বললেন: ওরে তোর মনের ঘরেই বেড়া-ছাওনি নাই।

মন-তাঁতি মোর কত স্বপ্ন বোনে, তারই টানে
বীজ ছড়ালাম নানা স্থানে
রস না পেয়ে সে বীজ আমার অঙ্কুরে শুকায়, হে গুরু
এবার তোমার দিশা চাই,
ফুঁ দিয়ে উড়াও সর্ব-দুঃখের ছাই।

গুরু বললেন: দে না ছেড়ে আপনারে
কূলের নোঙর তুলে, সুবাতাস পেলে দেখবি চেয়ে
গুরু-শিষ্য এত বাহ্য উন্মোচিত মনোরাজ্য
পাঁচ ভূতের তোর পানসিখানা দাঁড় টানে ছয় নেয়ে, এবার
তোর মনের বশে আপন যশে পাল তুলে প্রাণ ভাসা, দেখবি
ধন্য ভূবন, ইহ জীবন, ধন্য মর্তে আসা।

BANGLADARSHAN.COM

লঘু মতি

তত্ত্ব দর্শন আর নয় গুরু
এবার করি মন-ফকিরি
মনের মানুষ মনেই আছে তাকেই মুক্ত করি, গুরু
তাকেই ধ্যানে খুশির টানে গড়ি,
মন আমার লঘু-চিত্ত ফুটো পাত্র
হয়নি বৃদ্ধি কণামাত্র
হাজার কূট-কৌশলে
এই আলো এই হাওয়ায়, আজ
ভিতর ঘরে যিনি আছেন তাঁরে দেখি কৌতূহলে, গুরু
মন চিরকাল উদ্‌ভ্রান্ত উড়ো বাতাসে অতলান্ত ওড়ে
কত যে ঘুরপাক খেলাম গুরু পাপে-চক্রে পড়ে
একবার চোখ দাও চেয়ে দেখি, তুমি
মন দাও আমার বেড়ি-বাঁধন খুলে, হায়রে
ক্ষয় করেছি রেতঃ কেবল হট্‌-বিদ্যায় ভুলে, এখন
মাটির বুকে আলো হয়ে
যেটুকু প্রেম আছে রয়ে
যত্ন করে সেটুকু নেব বুকের ভাঁজে তুলে, গুরু
দাও উড়িয়ে ধোঁয়া-ধুলো, আজ
যা জমেছে শুদ্ধ বোধের মূলে...

BANGLADARSHAN.COM

হটযোগ

গুরুর কৃপায় কিছু সিদ্ধি জুটেছে কপালে
সেই হটযোগের বলে
নিজের আত্মায় যে দেবী বাস করেন
তাঁকেই জাগাই ধ্যানে
কি হল কি জানি
পুজো-অর্চায় মন ভরে না
দেবীকে আলিঙ্গনে বুকে টানি
পরমানন্দ-জ্ঞানে
গুরু বলেন—এ কি করলি ওরে, কোন রিপুর ঘোরে!
তুই তোর দেবীর সঙ্গে আত্মা জুড়ে
সাত জন্ম ঘুরপাক খা!

সেই থেকে আমি উদ্‌ভ্রান্ত
ভুলে সব তন্ত্র-মন্ত্র
ভালোবাসা ভালোবাসা বলে কেঁদে
পৃথিবীর মাটি ভিজিয়েছি।

BANGLADARSHAN.COM

আত্মনিবেদন

গুরু আমার মনের ভিত
অশ্রুত সঙ্গীত
পাপ-পুণ্যের কাঁথায় তাঁকে
ঢেকে রাখি সযতনে।

আমার আত্মাকে তো ছেড়ে দিইনি কারো হাতে
তার জন্যে গোপন কিছু বার্তা আছে
তাকে বুকে টেনে বলি—তুমিই করো ইচ্ছাপূরণ
এই যে আমার শরীর থেকে ঝরে পড়া পরমাণু
স্বেদ-রক্তের ক্ষার, রসায়ন
নাভির ওঁ, বুকের ওম, প্রাণের আরাম
আত্মা আমার
এসবই তো রেখে যাবো
তারা সবাই মিলে ঘুরে বেড়াবে
হাল্কা হাওয়ায় উড়ে উড়ে
মানুষের স্বপ্নের কপাট ধরে
একটু একটু খুলতে খুলতে
এর বেশি আর মুক্তি আমার
প্রয়োজন নেই—জানাই গুরুর শ্রীচরণে

গুরু বললেন—আমার এ অধম শিষ্য মানুষ হল না!

BANGLADARSHAN.COM

সন্ধান

কিছু তো উদ্দেশ্য থাকে মানুষের এ পরিক্রমায়, আজ ভাবি

কেউ বলেন ভ্রমণে এসেছেন,
কেউ বলেন তীর্থে পুণ্যার্জনে,
কেউ বলেন এসেছেন আনন্দ-সাগরে ডুব দিতে
কেউ বলেন শুদ্ধ হবেন চিত্তে-চেতনায়
মুগ্ধ হবেন বোধে কেউ কেউ
কেউ বলেন ভক্তিভরে পৃথিবীকে প্রেম ও প্রণাম জানাই
কেউ বলেন যশ চাই, ঐশ্বর্য চাই
সরল বিশ্বাসী এঁরা, ধন্য এঁরা
আমার চাওয়ার সীমা-পরিসীমা নাই!

গুরু বললেন—বুকে তোর পাষাণের ভার
জীবন রসে খাচ্ছিস হাবু-ডুবু-গুরুর পানসিতে ওঠ এবার
বুকের পাষাণ পাতলা করে
ভেসে উঠবি পারাপারে!

ভেসে উঠে ধীরে ধীরে গুরুবাক্য মেনে
একটু একটু করে বুকের জমা পাথর সরাই
ক্ষীণতম আশায় আশায়
যদি আজও আটকে থাকা কোনো ঝর্ণার উৎস-মুখ
খুলে গিয়ে আমাকে ভাসায়!

BANGLADARSHAN.COM

সহজিয়া

মন আমার ছিল আপন ঘরে
এতদিন কাটল গোঁসাই তার ভজন করে, আজ
মন উড়েছে, তাকে
বসায় কোন দাঁড়ে
বশ করব এ মন আমার
রসদ নাই ভাঁড়ে।

যা দিয়েছি সেবা, তাহার
যৎসামান্য আহার, আমার
হাতি পোষার দায়
মন আমার
গোঁসা করে ঘর ছেড়ে পালায়।

BANGLADARSHAN.COM

তাকে বোঝাই ঠারে-ঠোরে, এতদিন
ডুবেছি ভাবের ঘোরে, ওরে মন
প্রতিশ্রুতি এ জনমে ক'জন রাখতে পারে?
শুধু মন রাখতে মনের মানুষ মনের সাধন করে!

আনমন

মন ছিল এক ধাঁধা, তার
নেই আলো নেই আঁধার, আমি
পথ পাইনে খুঁজে, গুরু
সই সবই মুখ বুজে, হায়রে
পাগল হয়েও কেন তেমন পাগল হলাম না!

এক পা-য়ে যার বেড়ি, আরেক
পা-য়ে ভুবন ঘুরি, এমন
মনের ছল-চাতুরি গুরু
বুঝেও হজম করি, হায়রে
এত করেও মনের দেমাক ভাঙতে পারলাম না।

আমি না ঘরে না ঘাটে, দেখি
তাহার রাজ্যপাটে কেউ
ডুবে সাঁতার কাটে, তারে
বসায় বুকের টাটে, হায়রে
এ হৃদয়ের আসনটি তার মনে ধরল না।

BANGLADARSHAN.COM

তর্কাতীত

ভালোই হল, ভালোই হল
মুসাফিরের তিনকাল গেল
এবার একটু আত্মগোপন
মনোরাজ্যে
প্রাণে মধুর ধুন বাজছে।

লেজে না মাথায়
কাটবো কোথায়
জলের মাছ ডাঙায় তুলে
কূট-কাচালে
সময় যখন গেল চলে
মাছের তখন প্রাণ বায়ু চায়
সার কথাটাই
রাখছ তুলে, গুরু হে
যদি চাও পুণ্য ফল
মাছকে দাও প্রাণের জল
প্রাণকে দাও ঠাঁই তল-অতল
আনন্দ মূলে
সকল তর্কাতর্কি ভুলে

BANGLADARSHAN.COM

উন্নয়ন

অমৃত চাইনে গুরু, আমায় দাও অন্ন আগে
তোমার মিঠে বাণী গুরু খালি পেটে তেতো লাগে
পঞ্চায়েৎ নিল কেড়ে আমার জলের স্বাধীনতা
খানা-ডোবা-গর্ত ছিল সাতপুরুষের অন্নদাতা
জোল গেল জিরেৎ গেল, ঘর গেল উন্নয়নে
তোমার সাধের লেংটি গুরু ভিন্-দেশী ইঁদুরে টানে
দোহার : হায়রে, ভিন্-দেশী ইঁদুরে টানে!

শুনেছি কত বাখান, হুঁকো যাবে আমেরিকা
সাথে যাবে গুরু আমার সাজতে তার কলকে-টিকা
বিশ্বায়নে আমরা তো আর থাকব না খরা সেজে
ঢেলায় মুখ গুঁজে গুরু এতকাল ছিলাম মজে
এখন তো বুঝছ কি হাল, কচ্ছপও এগিয়ে গেল
তোমার তাস ফেলার আগে তিন টেক্কা মেরে দিল
জিততে হবে পিছন থেকে দৌড়ে দান ছলে-বলে
স্বাভিমানের কৌপীন তোমার ধুতে হবে নতুন জলে
দোহার: হায়রে, কৌপীন তোমার ধুতে হবে নতুন জলে!

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥